তারিখ 02 NOV 2015
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৪

দৈনিক
ইত্তেফাক

ঐতিহ্য হারাচ্ছে আনোয়ারা বেগম মুসলিম গার্লস স্কুল

■ ইত্তেফাক রিপোর্ট

১৯৩২ সালে মাত্র ১০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে যাত্রা শুরু আনোয়ারা বেগম মুসলিম গার্লস স্কুল অ্যান্ড কলেজের। খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে আলো ছড়িয়ে দিয়েছিল পুরনো ঢাকায়। নানা কুসংস্কারে নিমজ্জিত এলাকায় মেয়েদের ভরসার স্থল ছিল এই প্রতিষ্ঠানটি। এক সময় প্রতিষ্ঠানটি শিক্ষার মানে খ্যাতি লাভ করে পুরো রাজধানীতে। এ কারণে ক্রমশ শিক্ষার্থীর সংখ্যাও বাড়তে থাকে। স্থানীয়রা ছাড়াও ঢাকার আশপাশের এলাকা থেকে আসা মেয়েরা এখানে ভর্তি হয়।

শুরুতেই এই প্রতিষ্ঠানটির নাম ছিল মুসলিম গার্লস স্কুল। এই স্কুলে পড়াশোনা করতো সম্ভ্রান্ত ও রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েরা। প্রতিষ্ঠানটির প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান এ ইউএম খলিলুল্লাহ তার সহধর্মিণী মরহুমা আনোয়ারা বেগমের নামে স্কুলটির নামকরণ করেন। তিনিই প্রতিষ্ঠানটির নামে জমি দান করেন। ১৯৯০ সালে পুরনো ঢাকার এই স্কুলটিকে রক্ষণশীল পরিবারের মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করার লক্ষ্যে মহাবিদ্যালয় হিসাবে প্রতিষ্ঠা পায়। নানা বাধা-বিপত্তি পাড়ি দিতে হয়েছে স্কুলটিতে।

নব্বই দশকেও প্রতিষ্ঠানটিতে ৪ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ছিল; কিন্তু এখন শিক্ষার্থী কমে দাঁড়িয়েছে দেড় হাজারে। পরিচালনা কমিটির দ্বন্দ্ব ও প্রতিষ্ঠানটির অর্থ ব্যক্তি স্বার্থে ব্যবহার—এসব নানা কারণে ঐতিহ্য হারাতে বসেছে এই প্রতিষ্ঠানটি। যানজট পেরিয়ে স্কুলে এসে প্রাপ্য সুবিধা থেকেও বঞ্চিত হচ্ছে শিক্ষার্থীরা। কমিটির দ্বন্দ্বের কারণে পূর্ণকালীন অধ্যক্ষও পাচ্ছে না স্কুলটি। তথ্য অনুযায়ী এই প্রতিষ্ঠানটিতে স্কুল শাখায় এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারী আছেন ৩১ জন, আর কলেজ শাখায় ২১ জন। সব মিলে প্রতিষ্ঠানটিতে শিক্ষক-কর্মচারী ৭৪ জন। রয়েছে মেয়েদের একটি আবাসিক হল।

প্রতিষ্ঠানটির গভর্নিং বডির প্রাক্তন সদস্য নাসির উল্লাহ জানান, আমি যখন কমিটিতে ছিলাম নানা উন্নয়নমূলক কাজ করেছি। শিক্ষার উন্নয়নে আমরা কাজ করেছি। নতুন কমিটি কি কাজ করছে তা আমি বলতে পারবো না। তবে আমরা যে সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম তা বাস্তবায়ন করেছি।

পরিচালনা কমিটিতে দ্বন্দ্ব, তদন্ত কমিটির রিপোর্টে অনিয়মের প্রমাণ

আয়শা নামে এক শিক্ষার্থী এই প্রতিবেদককে জানান, ঐতিহ্যবাহী প্রতিষ্ঠানটিকে আরো আধুনিকায়ন করা যেতো; কিন্তু এ বিষয়ে কর্তৃপক্ষ ততটা আগ্রহী নয়। পড়াশোনার মানেও পিছিয়ে পড়ছে। এ কারণে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের তুলনায় ফলও সন্তোষজনক নয়।

ঐতিহ্যবাহী এই প্রতিষ্ঠানটির ইতিহাস-ঐতিহ্য সংরক্ষণ নিয়ে কর্তৃপক্ষের কোনো আগ্রহ নেই। এ বিষয়ে জানতে বেশ কয়েকবার অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করলেও তিনি আগ্রহ দেখাননি। তিনি বলেন, স্কুলটি খুব ভালোভাবে চলছে। কোন সমস্যা নেই। এর বাইরে কোনো তথ্য দেননি তিনি।

তবে সরেজমিনে দেখা গেছে, প্রতিষ্ঠানটিতে দোকানের মতো শাটার টেনে ক্লাস রুম ছোট-বড় করা হয়। বাইরের রং পলস্তারা উঠে গেছে অনেক স্থানেই। এদিকে কর্তৃপক্ষের নজর নেই। অথচ নানা অনিয়ম ঘিরে রেখেছে প্রতিষ্ঠানটিকে।

সম্প্রতি মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের এক তদন্তে অনিয়মের প্রমাণও মেলে। তথ্য অনুযায়ী, এমপিওভুক্ত দুইজন শিক্ষককে স্কুলের বাইরে রেখে এডহক ভিত্তিতে নতুন দুইজন শিক্ষক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্ত সহকারী শিক্ষক আব্দুর রহমান মুন্সীর বরখাস্ত আদেশ যথাযথ না হওয়ার পরও তাকে পুনর্বহাল করা হয়নি। এছাড়া অপর ক্ষতিগ্রস্ত শিক্ষক আব্দুস সামাদের পক্ষে হাইকোর্টের রায় থাকার পরও তাকেও পুনর্বহাল করা হয়নি। তাই অধ্যক্ষের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে সুপারিশ করেছে তদন্ত কমিটি।

তদন্ত কমিটির রিপোর্টে উল্লেখ করা হয়, প্রতিষ্ঠানের গভর্নিং বডির সভাপতি এম এ আজিজ প্রতিষ্ঠান থেকে ৪২ লাখ টাকা ঋণ নিয়েছেন। আর এ কাজে সহায়তা করেছেন স্বয়ং অধ্যক্ষ সেরিনা বেগম। এছাড়া এ বিষয়টি ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে অবহিত করা হয়নি। তবে ঋণের এ টাকা ফেরত পেয়েছে এমনই তথ্য জানিয়েছেন প্রতিষ্ঠানটির কম্পিউটার শাখার সংশ্লিষ্ট একজন।